দৈনিক সংবাদ

তারিখ 15 MAY 1988
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

বুয়েটে অচলাবস্থা নিরসনের লক্ষণ নেই অনড় অবস্থানে শিক্ষক সমিতি

❑ সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন ঃ ইকবাল মাহমুদ

হিলটন দাস ।। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসনে পদত্যাগী উপাচার্য প্রফেসর ইকবাল মাহমুদ বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক এবং শিক্ষক সমিতির সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের যে উদ্যোগ নিয়েছেন তা সফল হয়নি। এদিকে গত ৪ঠা মে তারিখে শিক্ষক সমিতি যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, সে সকল সিদ্ধান্তের উপর দৃঢ় অবস্থানে থাকবে বলে গতকাল বৃহস্পতিবার শিক্ষক সমিতির এক সভায় পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।

আরও বলা হয়, আগামী সপ্তাহের যেকোন একদিন শিক্ষকরা মৌন মিছিল করে চ্যান্সেলরের অফিসে যাবেন এবং চ্যান্সেলরকে তাদের স্মারকলিপি প্রদান করবেন। তবে তারিখ এখনও নির্ধারণ করা হয়নি। গত বৃহস্পতিবারের শিক্ষক সমিতির সভায় আবারও জোড়ালোভাবে দাবি করা হয়, প্রফেসর ইকবাল মাহমুদকে পূর্ণ মর্যাদা ও সম্মানসহ স্বীয় পদে বহাল রাখতে হবে এবং অর্ডিন্যান্স কর্তৃক ন্যস্ত ক্ষমতা অনুযায়ী পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনসহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় ভবিষ্যতে উপাচার্যকে কোন প্রকার বাধা প্রদান করা হবে না – এই মর্মে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত শিক্ষকরা পূর্ণ কর্মবিরতি পালন করবেন।

পদত্যাগী উপাচার্য প্রফেসর ইকবাল মাহমুদ জানান, সরকারের সহযোগিতা ছাড়া এ অচলাবস্থার সমাধান করা সম্ভব নয়। তিনি ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষক সমিতিকে তাদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে যথাসময়ে ক্লাস শুরু করার জন্য অনুরোধ করেছেন বলে জানান। সিন্ডিকেটের পদত্যাগী ৪ সদস্য সম্পর্কে প্রফেসর ইকবাল মাহমুদ জানান, প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী এবং প্রফেসর নুরুদ্দিন আহমেদের পদত্যাগপত্রের ব্যাপারে নতুন উপাচার্য সিদ্ধান্ত নেবেন। অপর দু'জন সিন্ডিকেট সদস্য স্থাপত্য অনুষদের ডিন প্রফেসর ফারুক এ, ইউ খান এবং প্রকৌশল অনুষদের ডিন প্রফেসর মোঃ জাকের উল্লাহর পদত্যাগপত্রের ব্যাপারে নতুন উপাচার্যসহ অন্য সিন্ডিকেট সদস্যরা সিদ্ধান্ত নেবেন। প্রফেসর ইকবাল মাহমুদ আরও জানান, তিনি শুধু রুটিন ওয়ার্ক মাফিক দায়িত্ব পালন করছেন। তবে কোন নীতিনির্ধারকের দায়িত্ব পালন করছেন না। স্থাপত্য বিভাগের পদত্যাগী ১৩ জন শিক্ষকের পদত্যাগপত্র পুনরায় প্রত্যাহারের ব্যাপারে বলেছেন, নতুন উপাচার্য এবং সিন্ডিকেট সদস্যরা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, গত ৪ঠা মে প্রফেসর ইকবাল মাহমুদ উপাচার্য পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন তবে চ্যান্সেলর কর্তৃক উপাচার্যের পদত্যাগপত্র এখনও গৃহীত হয়নি।

শিক্ষক সমিতি কর্তৃক অন্য সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রফেসর ইকবাল মাহমুদের স্থলে বিশ্ববিদ্যালয়বহির্ভূত কোন ব্যক্তিকে উপাচার্য পদে নিয়োগ প্রদান করলে শিক্ষক সমিতি সেই ব্যক্তিকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করবেন এবং তাকে উপাচার্য পদে কোনক্রমেই যোগদান করতে দেবেন না। সে সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রফেসর ইকবাল মাহমুদের স্থলে উপাচার্য পদে নিয়োগ গ্রহণ করবেন না।